সমকাল

তারিখ 15 NOV 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি

মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বাড়াতে হবে

সেই চির পরিচিত দৃশ্য- রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধ। প্রথম শ্রেণীর ভর্তির জন্য ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সব স্কুলেই এই শ্রেণীতে ভর্তিতে লটারির নিয়ম করেছে মহাজোট সরকার। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের যুক্তি যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ- এই বয়সের শিশুদের লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় বসানো চলে না। ভর্তির জন্য কোচিংয়ের জমজমাট ব্যবসা চালু ছিল। শিশুদের নিয়ে এ ব্যবসার অবসান চেয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী এবং তাতে সফলতা এসেছে। তবে ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শেষ হয়নি। এর প্রধান কারণ রাজধানীতে 'ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের' ঘাটতি। হাতেগোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চলে অভিভাবকদের। লটারি প্রথাটি ভালো, সেটা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু তাতে যদি নিজের সন্তান কিংবা নিকটজন বাদ পড়ে যায়? বৃহস্পতিবার সমকালে 'রাজধানীর স্কুলে স্কুলে ভর্তির তদবির শুরু' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মন্ত্রী, এমপি, উচ্চপদস্থ আমলা আর সংশ্লিষ্ট স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যদের বাসায় ছুটছেন অভিভাবকরা। লটারিতেই ভর্তি- এ নিয়ম চালু থাকলেও কেন এমন দৌড়ঝাঁপ, সেটা সাধারণের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না কিন্তু একটা ফাঁকফোকর নিশ্চিতভাবেই রয়েছে, যাতে হতে পারে প্রভাবশালীদের মুশকিল আসান। ভর্তি নিয়ে যুদ্ধ এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসানের একটি কার্যকর পথ সবার জানা- 'ভালো স্কুলের' সংখ্যা বাড়ানো। রাজধানীতে লোকসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। এখানে যাদের বসবাস, মোটামুটি সবাই সন্তানদের পড়াশোনা করাতে আগ্রহী। এমনকি বস্তিতে বসবাসকারীদের মধ্যেও এ প্রবণতা। ছেলে কিংবা মেয়ে, সবার জন্যই চাই উপযুক্ত শিক্ষা। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে যে! মানুষের মতো মানুষ হতে হবে যে! এ জন্য নামিদামি স্কুলের প্রতিই সবার আগ্রহ। সরকারি স্কুল হলেই সর্বোত্তম। কারণ সেখানে বেতন এবং অন্যান্য ফি নামমাত্র। সঙ্গত কারণেই সরকারি স্কুলে যে ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। ভর্তির জন্য চলে তীব্র প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে, বেসরকারি স্কুলে গলাকাটা হারে বেতন-ফি দাবি করা হয়। সবার তা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এ সমস্যার একটিই সমাধান- মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো। প্রতি বছরই 'ভর্তিযুদ্ধের' সময় এ তাগিদ আসে। কিন্তু কার্যকর উদ্যোগ আদৌ দেখা যায় না। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না।